ভূমিকা

॥ পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা - সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥

প্রথম- অধ্যায় : ভূমিকা

ক) চাঁই সম্প্রদায়ের পরিচয় . ——

"রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে অগণিত জাতির মিলন ক্ষেত্র কল্পনা করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষের অন্যতম প্রান্তিক দেশ বঙ্গভূমি সম্বন্ধেও এ কথা সমান প্রযোজ্য । রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্জনপদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশে প্রাচীনতম কাল হইতে কত বিভিন্ন জন কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং কে কিভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব রাখে নাই ।"[১] এই অগণিত জাতির মিলন ক্ষেত্র সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা পশ্চিমবঙ্গের শ্যামলিমার তুলি হাতে যে সমস্ত কৃষক ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুখে তুলে দেয় অন্নসুধা তাদের মধ্যে "চাঁই" সম্প্রদায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমবঙ্গে চাঁই নামে এক প্রকার আর্যেতর জাতি রয়েছে । কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, বিহার, অযোধ্যা , নেপাল এবং বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই চাঁই সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে । এরা আবার "চাঁই মন্ডল" নামেও পরিচিত । চাঁই এবং চাঁই মন্ডল কোন পৃথক জাতি নয় ।

হিন্দী শব্দসাগরে উল্লিখিত আছে, চাঁই নেপালের বন্য জাতি বিশেষ । এরা ডাকাতি করে । এরা উগ্র বা উচক্কা (দুরন্ত) প্রকৃতির লোক । সমগ্র ভারতবর্ষের বিহার প্রদেশেই চাঁই জাতির সংখ্যা সর্বাধিক । বিহারের প্রাদেশিক ভাষা হিন্দী । অথচ হিন্দী শব্দ সাগরে চাঁই জাতিকে কেবল নেপালের অধিবাসী বলা হয়েছে কেন তা দুর্বোধ্য । এদিক থেকে এ অভাব পূরণ করেছে "বিশ্বকোষ" । বিশ্বকোষ ৬ষ্ঠ ভাগে মধ্যবঙ্গ, বিহার এবং অযোধ্যা প্রদেশে চাঁই জাতির অবস্থানের পরিচয় মেলে । তবে এদের উপজীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ ও মাছ ধরা । অযোধ্যা প্রদেশে থারু , মুট , ডোম প্রভৃতি নীচ জাতিদের সাথে এদের দেখা যায় ।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ , মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাতে এই চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে । এদের চেহারা অনেকটা মোঙ্গলীয় ছাঁচে ঢালা । এদের শরীরের রং খুব পরিষ্কার নয় । এরা খুব কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু । তবে এরা

বেশ রুক্ষ প্রকৃতির । এদের চাল-চলন, আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলে এদের এই রুক্ষতার পরিচয় স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে । এদের মনোমালিন্য সামান্য কারণেই খুব চরম আকার ধারণ করে । এদের বাদ - বিসম্বাদের প্রধান কারণগুলি জমি-জমা সংক্রান্ত , এবং গ্রামীন কন্দ কলহ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দের অভাব । এ কা কারণেই এদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমার প্রচলন খুব বেশী । তবে সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে তাদের মাঝে অনেকটা সংযমের ভাব এসেছে ।

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সমাজ মূলতঃ কৃষিজীবী । বৈদিক যুগে সমাজকে সুসংগঠিত করার জন্য আর্যরা ক্ষমতা ও বৃত্তি — অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্র এই চার ভাগে ভাগ করেন । কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাদিতে ব্যাপৃত থাকাই হ'ল বৈশ্যদের কাজ । চাঁই সম্প্রদায়ের জাতিগত জীবিকা হ'ল কৃষিকাজ, পশুপালন ও কৃষি পণ্যের ব্যবসায় বাণিজ্য । এ কারণে এ সমাজের অনেকেই নিজেদেরকে বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন । আবার অনেকে নিজেদেরকে চন্দ্র বংশীয় বলেও মনে করেন । তাঁদের ধারণা চন্দ্র থেকেই চাঁই কথাটা এসেছে । তাই তাঁরা চাঁইকে চন্দ্র বৈশ্য আবার অনেকে চন্দ্র ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন । চাঁই সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের "তীর ছোঁড়া" বিধানকে কেন্দ্র ক'রে অর্জুনের লক্ষ্য ভেদকে সামনে রেখে তাঁরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন । আবার অনেকে এই তীর ধনুকের ব্যবহার বিধিকে রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের সঙ্গেও সাদৃশ্য দেখিয়ে এই ক্ষত্রিয়ের দাবীকে প্রকট করার চেষ্টা করেন । বিগত ১৩৪৭ সালে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার ধাসমহল ঝাউবনাতে মালদহ, মুর্শিদাবাদ , রাজশাহী এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের , ভাগলপুর, পূর্নিয়া প্রভৃতি জেলা থেকে আগত প্রায় ১৫ হাজার প্রতিনিধির এক বিরাট চাঁই ক্ষত্রিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এতে চাঁই জাতিকে ক্ষত্রিয় বলেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয় । আবার "১৩৪৭ সালের পূর্বে ১৩৩৭ সালেও তাঁরা চাঁইবৈশ্য সম্মেলন নামে সামাজিক সম্মেলন আর একবার করেছিলেন । উদ্দেশ্য চাঁই সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ তুলে দেওয়া । তারপর চাঁই সমাজ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত এটাও প্রতীয়মান করা । শ্রী উত্তমানন্দ দেবশর্মা মহাশয় তো নিজেকে ব্রাহ্মণ বলেই জাহির করেন । " [২] আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগযজ্ঞের কাহিনীকে অবলম্বন করে শ্রী আমির চাঁদ মণ্ডল মহাশয় তাঁর " সনাতন ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম মানব ধর্ম্ম " প্রবন্ধে [৩] চাঁই সম্প্রদায়কে "অহিন্দু দেব ব্রাহ্মণ "

ব'লে দাবী করেছেন। তাঁদের সকলের বক্তব্যকে সসম্মানে সামনে রেখে বলতে দ্বিধা নেই, তাঁদের এই যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ অমূলক। সমাজে নিজেদেরকে উন্নতমানের জাতি বলে উপস্থাপিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রবৃত্তি চাঁই জাতির সৃষ্টি লগ্নের মনোভাব পুষ্ট হয়েই আত্ম প্রকাশ করেছে বলা চলে।

চাঁই সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানে ছায়া মণ্ডপ (চাঁই ভাষায় একে বলে ম্যাড়ুয়া) বিহানোর বিধিতে বর বা কনের ভগ্নীপতি বা বিধিকর্তা ছায়া মণ্ডপের খড়ের ছাউনী ভেদ ক'রে পর আকাশের দিকে একটা তীর নিক্ষেপ করেন এবং পরে ধনুকটা ম্যাড়ুয়াতে টাঙিয়ে রাখেন। এ অনুষ্ঠানে বর কিন্তু কোন কালেই তীর নিক্ষেপ করে না। তাছাড়া কনে পক্ষের বিধিতেও এ অনুষ্ঠান হয়। সুতরাং অর্জুনের লক্ষ্যভেদ বা রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের সঙ্গে একে কিছুতেই তুলনা করা চলে না। আবার ক্ষত্রিয়ের বিবাহ রীতিতে এ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

"বাঙলার কৌলিন্য প্রথা যে বল্লালেরই সৃষ্টি এ অমূলক প্রবাদ বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। কিন্তু ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ মিলে না। এটি ইতিকথা মাত্র। কৌলিন্যের লক্ষণ নয়টি বলে ধরা হয়েছে :

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা, শান্তিস্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্॥"

আচার বা আচরণ, বিনয় অর্থাৎ শালীনতা বা শাস্ত্রানুশাসন - মান্যতা, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ - পরিভ্রমণ, নিষ্ঠা, শান্তি, তপস্যা ও দান — কুলীনের এই নয়টি লক্ষণ।

বল্লালের লেখা 'অদ্ভুত সাগর' ও 'দান সাগরে' এর কোনো উল্লেখই নেই; লক্ষ্মণের বিশিষ্ট ও পরম পণ্ডিত সভাসদদের কারো কোনোও লেখাতেই এর কোনো হদিস পাওয়া যায় নি।

তবে বল্লাল ও লক্ষ্মণের নামের সঙ্গে এ সমাজ সংস্কারের যোগ হল কেন? ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়। এই শ্রেণী বিভাগ বস্তুত পরবর্তী কালের, সম্ভবত ঘটকের সৃষ্টি। কিন্তু বল্লাল ও লক্ষ্মণ গৌড় বঙ্গের শেষ দু'জন হিন্দু সম্রাট; তাঁদের দোহাই না দিলে এ বিভাগ যে টেকবে না এ ধারণা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ..... কৌলিন্যের ভিত্তি পোক্ত করার জন্যই সৃষ্টি করতে হয়েছে রাজা আদিশূরের কাল্পনিক উপাখ্যান। রাজা আদিশূর নাকি বাঙলায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব দেখে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ

এনে তাঁদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিল পাঁচ ঘর শূদ্রও। কিন্তু এই আদিশূর কে? ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ নেই। শূর বা সূর রাজবংশ একটা ছিল বটে দক্ষিণ রাঢ়ে একাদশ শতকে, কিন্তু সে বংশেও তো আদিশূর নামধেয় কোনো রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপর তাঁরা তো সম্রাট বা গৌড় বঙ্গের স্বাধীন রাজাও ছিলেন না, হয়ত ছিলেন সামন্তরাজ। তাঁরা সহসা বাঙালী ব্রাহ্মণ-সমাজে একটা প্রবল পরিবর্তন সাধনে তৎপর হবেন কেন? তাই, আদিশূরের কাহিনীটি অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়।" [৪] অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন মেলে। "আদিশূর কর্তৃক কোলাঞ্চ – কনৌজ (অন্যমত, কাশী) হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ণ-উপবর্ণের কুলজী-কাহিনী এবং কৌলীন্য প্রথার ইতিহাস জড়িত। কৌলীন্য প্রথার বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের নামও জড়িত হইয়া আছে এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতি শূরের এবং ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূরের;, বৈদিক-ব্রাহ্মণ কুল কাহিনীর সঙ্গে বর্মণরাজ শ্যামল বর্মণ এবং হরিবর্মণের নামও জড়িত। একাদশ শতকে দক্ষিণ রাঢ়ে এক শূর বংশ রাজত্ব করিতেন, এবং রণ শূর নামে অন্তত একজন রাজার নাম আমরা জানি। আদিশূর, ক্ষিতিশূর এবং ধরাশূরের নাম আজও ইতিহাসে অজ্ঞাত। সেন ও বর্মণ রাজবংশদ্বয় তো খুবই পরিচিত। কিন্তু আদিশূরই বাংলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাঁহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজী গ্রন্থগুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক; অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজী কাহিনীর নির্ভর।" [৫] চাঁই জাতিকে অহিন্দু দেব ব্রাহ্মণ হিসাবে চিহ্নিত করার দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এদের আচার আচরণ, পূজা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রত্যহিক জীবনের কর্মধারাকে বিচার করলে এদের মাঝে ব্রাহ্মণোচিত কোন লক্ষণই দৃষ্টি গোচর হয় না। আর আদিশূরের কাহিনীকে সত্য ব'লে মেনে নিলেও চাঁই যে ৭৫০ জন বিতাড়িত ব্রাহ্মণের একজন তারই বা প্রমাণ কোথায়? তাছাড়া এরা বিতাড়িত হয়ে বনে জঙ্গলে গেলেও ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ সত্তা জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে দেবে তা কল্পনাই করা যায় না।

"আর্যীকরণের সূচনার আগে এই দেশ অষ্ট্রিক ও দ্রবিড় ভাষাভাষী – অষ্ট্রিক ভাষাভাষীই অধিক সংখ্যক – খুব অল্প সংখ্যক অন্যান্য ভাষাভাষী কৃষি ও শিকার-জীবী,

গুহা ও অরণ্যচারী অসংখ্য কোমে বিভক্ত লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, এই সব অসংখ্য বিচিত্র কোমদের ভিতর বিবাহ ও আহার - বিহার গত, ধর্ম ও আচার - গত নানা প্রকার বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল; সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারণানুযায়ী বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণবিন্যাস আর্য - পূর্ব ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্যই এই মিলন এক দিনে হয় নাই; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংঘাত, বিচিত্র মিলন ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে।"[৬]

"ভারতবর্ষের সর্বত্রই যেমন, বাঙলা দেশেও তেমনি দ্রাবিড় ও কোলদের ছিল সহাবস্থান। এ ছাড়া এখানে ছিল একটি তৃতীয় পক্ষ — ভোট ব্রহ্ম বা মোঙ্গল। কোলরা ছিল সারা দেশ জুড়ে, দ্রাবিড়রা বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায়, আর মোঙ্গোলরা প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে। এদের আচার - আচরণও ছিল ভিন্ন, ভাষারও অমিল। ..... রিজলী প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্দের মতে বাঙালী — ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পূর্ব বাঙলার মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় ও দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলের মিশ্রন প্রসূত; এর মধ্যে অবশ্য ছিটে ফোঁটা আর্য রক্তের সন্ধান পাওয়া যাবে।"[৭] চাঁই জাতির উদ্ভবের সপক্ষে এই মত আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে পারি। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও পরিচিতি নিয়ে ভিন্নজন ভিন্ন মত পোষণ করলেও চাঁই যে আর্যেতর জাতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরা " Probably Non - Aryan (R) "[৮] তবে এরা ম্লেচ্ছ বা অস্পৃশ্য নয়। এরা শিকায় অনগ্রসর জাতি। ১৯৫৫ সালের Backward class Commission - এ প্রদত্ত ১০৫টি Chairman "Keka Kalel Kar" এর তালিকায় এই চাঁই জাতিকে Most Backward বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, ভিল ইত্যাদি জাতির মত আদিবাসী নয়, আবার সংস্কৃত ভাষার বাহক আর্য জাতিও নয়। এদের স্বভাব, আচার আচরণ তথা — ব্যবহারিক জীবনকে খুঁটানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করলে এদের মধ্যে আর্য — অনার্যের সংমিশ্রনের ধারা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। "এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে ভারতে আর্য ও অনার্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় যে সব অনার্য যুদ্ধে হেরে গিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে বসবাস করতে থাকে তারাই এখন আদিবাসী হিসাবে পরিচিত, কিন্তু বাকী যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের অধীনে বসবাস ও চাষবাস করতে আরম্ভ করে তাদেরই একটি প্রধান অংশ মনে হয় এই "চাঁই মন্ডল" সম্প্রদায়"[৯] এ প্রসঙ্গে বলা অসমীচীন হবে না যে, নাগর মন্ডল, তিয়োর মন্ডল, বিন্দ মন্ডল, ধানুক মন্ডল এবং চাঁই মন্ডল একই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত।

—০—

খ) চাঁই শব্দের প্রকৃত অর্থ : ——

"চাঁই" শব্দের আভিধানিক একাধিক অর্থ রয়েছে । যথা, — ১) প্রধান বা দলপতি । ২) চতুর বা চালাক । ৩) চেলা বা শিষ্য । আবার মাছধরার এক প্রকার যন্ত্রকেও চাঁই (ঝাঁই) বলে ।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে চাঁই নামে এক প্রকার আর্যেতর জাতি রয়েছে । এরা আবার "চাঁই মণ্ডল" নামেও পরিচিত । " The principal Hindu castes are Mahishyas, Sadgops, Chain mandals, Brahmans, Gops and puros." ১০

মণ্ডল এদের পদবী । মণ্ডল শব্দের অর্থ কর্তাব্যক্তি । সমাজে কর্তৃত্ব করা এদের কাজ । এই অর্থে মণ্ডল শব্দকে কবি কঙ্কনের চণ্ডী মঙ্গলেও ব্যবহার হতে দেখি ।

"প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল
নগর ভাঙিলি ঠকা করিয়া কন্দল ।
মণ্ডল বলিতে তোর মুখে নহি লাজ
খর্ব হইয়া ধরিবারে চাহ দ্বিজ রাজ ।" ১১

চাঁই জাতির নাম করণে এবং মণ্ডল পদবী ধারণের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রবনতা স্পষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয় । সম্ভবত: আর্যেতর জাতির কোন এক সম্প্রদায় নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্য বাড়াবার জন্য, নিজেদেরকে দলপতি বা সরদার এবং চালাক প্রমাণ করবার জন্য চাঁই জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে ।

চাঁই জাতি সম্বন্ধে এরূপ ভাবার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণও আছে । চাঁই জাতির আচার আচরণ ও জাতিগত জীবিকা বিচার করলে দেখা যায় এরা মূলত: কৃষিজীবী এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ অনগ্রসর । তাই পুরুষের সঙ্গে নারী এবং ছেলেমেয়ে সকলেই অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে । কৃষি কার্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও কায়িক শ্রম করে । প্রয়োজন বোধে নারী পুরুষ নির্বিশেষে দিন মজুরের কাজও করে । তবে এরা কোন অবস্থাতেই জীবনে কোন দিন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে না । আর এই সমাজের নারীরা জীবনের চরম দুর্দিনে এবং আর্থিক অনটনেও কোন দিন ঝিয়ের বা দাসীর কাজ করে না । এই সমস্ত কাজকে এরা খুব গর্হিত কাজ বলে মনে করে । চাঁই সম্প্রদায়ের এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য । সম্ভবত: "চাঁই" জাতির নাম করণের প্রথম লগ্নেই দাসীবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি গর্হিত কাজে জাতির অবমাননা হবে বলেই সমাজের কর্তারা এ প্রথা চালু করেছেন । আর সেটা কালের স্রোতে আজও চালু রয়েছে ।

—o—

গ) চাঁই জাতির আদিবাসভূমি ও সম্প্রসারণ : —

নানা জাতি, নানা ভাষা নানা পরিধানে বিধৃত আমাদের ভারতবর্ষের কেবল পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ~~পঁচাশ~~ ৬৫ লক্ষ চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদি নিয়ে অখণ্ড ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে। বিশ্বকোষ থেকে জানা যায়, "চাঁই মধ্যবঙ্গ ও বেহার বাসী এক নীচ জাতি। .... অযোধ্যা প্রদেশে থারু, নট, ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির সহিতও ইহাদের দেখা যায়।"[১২] আবার হিন্দী শব্দ সাগরে নেপালে চাঁই জাতির অবস্থানের পরিচয় মেলে। "नेपाल की एक जंगली जाति जो डाका डालती है।"[১৩]

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনী পুর, পশ্চিম-দিনাজপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলাতে এই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মালদহ জেলাতেই এদের অবস্থান সর্বাধিক। " Chain - This caste is more largely represented in Maldah than in any other District of Bengal."[১৪] বিহারের দ্বারভাঙ্গা, দুমকা, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, পাটনা, ভাগলপুর, ছাপরা; এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলাতে বহুল পরিমানে চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। ~~[illegible]~~ নেপাল এবং অযোধ্যাতে যে এই সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে একথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে চাঁই সম্প্রদায়ের আদি বাসভূমি কোনটি। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে চাঁইসম্প্রদায় বসবাস করে তাদের আচার - আচরণ, পোশাক- পরিচ্ছদ, - বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান পূজা-পার্বন, অলংকারাদি এবং ভাষার প্রতি একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করলে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিহার প্রদেশের প্রাধান্যের পরিচয় মেলে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিতাক্ষরা আইনের শাসন বর্তমান। বিহারী নিয়মে এরা ছাদনাতলায় চারটা বাঁশের খুঁটি পোঁতে, দুটি কলাগাছ পোঁতে, পুতুল-ডাঁড়োল রাখে, নাচে, মাঠ খোড়োয়া, কাপড়ে হলুদের রং দেওয়া ইত্যাদি বিহারের বিবাহের অনুষ্ঠানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ~~[illegible]~~ বিহারীর মত ছট পূজা বা সূর্য-পূজা এরা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। চাঁই

সমাজের নারীরা কাপড় পরে সম্পূর্ণ বিহারের ঢংএ । এদের অলংকারেও বিহারের প্রাধান্য খুব বেশী পরিলক্ষিত হয় । বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত মৈথিলী ভাষার সঙ্গে এবং ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণা জেলার " Chhikā – Chhikī " অঞ্চলের মৈথিলী ভাষার সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের বিশেষতঃ মালদহ জেলার চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষার প্রায় সর্বাংশেই মিল পরিলক্ষিত হয় । এসব দেখে আমরা নিশ্চয়ই নিঃসন্দিহান হতে পারি যে পশ্চিম বঙ্গের চাঁই জাতির আদিবাসভূমি বিহার । প্রাচীন মালদহ জেলার কালিয়াচক, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট ইত্যাদি থানা এক কালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অধীন ছিল । এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলা দেশের মালদহ, দিনাজপুর , রাজশাহি প্রভৃতি জেলাগুলি এককালে বিহারের ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল ।" **The district of Māldā came into existence in 1813 with the thānās of Seebgunge (Shibganj), Kulleā chuk (Kāliā chak, Bholāhāt and Gurgureebah belonging to the district of Purneā, the thānās of Māldā and Bāmongōla of Dinājpur and the thānās of Rohunpoor and chuppye of the district of Rājshāhi. The newly formed district was included in the Bhāgalpur Division and was placed under the charge of a joint Magistrate and Deputy Collector."** [১৫]

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের এতদঞ্চলের উপর বিহারের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । চাঁই সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা হ'ল কৃষিকাজ । তাই গঙ্গা নদী বা গঙ্গার ন্যায় সুবৃহৎ নদীর তীরবর্তী এলাকাতেই এদের বসবাস বেশী । এসব কারণেই মালদহ জেলার কালিয়াচক, মানিকচক, রতুয়া, মালদহ ইত্যাদি থানায়; মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা, সামসের গঞ্জ, সুতী, লাল গোলা, ভগবান গোলা, বহরমপুর, জলঙ্গী, সাগর দিঘি, রঘুনাথ গঞ্জ, জঙ্গীপুর অঞ্চলে ; পশ্চিম-দিনাজপুর, বীরভূম ও নদীয়াতে চাঁই সম্প্রদায়ের বসবাস আরম্ভ হয়েছে ।

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের আদিবাসভূমি যে বিহার তার সমর্থনে **W. W. Hunter** ও মত প্রকাশ করে গেছেন । তিনি এই মতের সমর্থনে চাঁই জাতি প্রসঙ্গে বলেছেন ,**XXXX** " **Its home is properly in Behar."** [১৬] এ মতকে আবার গ্রীয়ারসন ও সমর্থন

করেছেন । "গ্রীয়ারসনের মতে, চাঁইরা বিহার অঞ্চলের অধিবাসী"[১৭] এরা বহুকাল জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কোন এক সময়ে এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস আরম্ভ করেছে । অযোধ্যার চাঁই সম্প্রদায়ও সম্ভবতঃ ঐ একই কারণে সেখানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে । আর সমাজচ্যুত দুর্ধর্ষ কিছু অংশ নেপালের বনভূমিতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে থাকবে । ডাকাতি করাই এরা জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিল । বিহার সীমান্তে নেপালে বসবাসকারী চাঁইরা সম্ভবতঃ বিহারের মজঃফরপুর এবং দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকেই গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে । পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দিন মজুর প্রভৃতির শ্রমিক নেপালে ঠিকাদারী মাটি কাটার কাজে গিয়ে জীবিকার পথ সুগম দেখে স্থায়ী-ভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে । এদের মাঝে চাঁই সমাজের লোকও প্রচুর রয়েছে । এখন নেপালের চাঁইয়েরা কৃষিকাজ ও কৃষিপণ্যের ব্যবসায় করে জীবিকা নির্বাহ করে ।

—

খ) চাঁই জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য :—

ভূমি কেন্দ্রিক কৃষিজীবী চাঁই সমাজের মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ভূসম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে সচেষ্ট হতেন । এভাবেই অনেকে জোতদার এবং জমিদার খেতাব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । পশ্চিম বঙ্গে জমিদার হিসাবে মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত জিত নগর এস্টেটের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য । এই জমিদার বংশ তিন পুরুষ কাল একাদিক্রমে জমিদারের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইনের (W. B .act 1 of 1954) বলে বিগত ১৯৫৪ সাল থেকে তা উচ্ছেদ হয় । এই জমিদার বংশের বংশ - তালিকা নিম্নরূপ : —

কাশীনাথ মণ্ডল

রামনাথ দাস — দয়ানাথ দাস — যুগল কিশোর দাস

যোগেন্দ্রনাথ দাস (দয়ানাথ দাস) — রাধিকানাথ দাস (যুগল কিশোর দাস)

যতীন্দ্র নাথ দাস — দেবেন্দ্র নাথ দাস — বীরেন্দ্র নাথ দাস

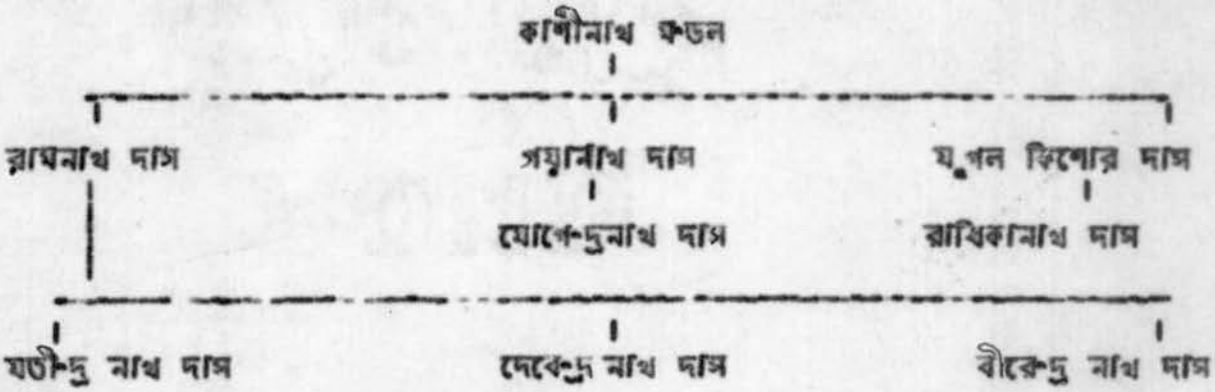

এই জমিদার বংশের মূল উপাধি "কুণ্ডল" তা এই বংশ তালিকা থেকেই — প্রতীয়মান হয়। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর নাম ও পদবী পরিবর্তনের আইন সম্মত অধিকার স্বীকৃত হ'লে তাঁরা উপাধি পরিবর্তন ক'রে "দাস" উপাধি ধারণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য জোতদারের পরিচয় মেলে। এই সমস্ত জোতদার ছিলেন একান্ন পরিবার ভুক্ত। বলাবাহুল্য এই সমস্ত জোতদার ও জমিদারের সমাজে যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। জোতদারের নামের তালিকার কলেবর বৃদ্ধি না ক'রে উদাহরণ হিসাবে নিম্নে কতিপয় জোতদারের পরিচয় দেওয়া হ'ল। যথা,——

১) কুঞ্জলাল সরকার, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ।
২) কোকারাম সরকার, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) গৌরদাস কুণ্ডল, ধীরগঞ্জ, রাজশাহী।
৪) দুর্গারাম কুণ্ডল, ডোমাইচক, কালিয়াচক, মালদহ।
৫) নবীন সরকার, বীর নগর, ...
৬) প্যারীলাল কুণ্ডল, শ্রীনিবাসপুর, ...
৭) রণজিৎ সরকার, বীরনগর, কালিয়াচক, মালদহ।

প্রাচীন কালে চাঁই সমাজে "বাইশী" প্রথার প্রচলন ছিল। এই সমাজের লোকেরা সামাজিক বিচারের জন্য কোন আদালতের আশ্রয় নিতেন না। সমাজের কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলার সমাধান, সামাজিকতা ভঙ্গ বা মারাত্মক সামাজিক অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য এই বাইশীর বিচারের আয়োজন করা হ'ত। মোটামুটি বাইশ গ্রামের সমাজপতিদের নিয়ে এই বাইশীতে বিচারের অনুষ্ঠান চলত। বাইশীতে সকলেই বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হ'তে পারতেন না। সমাজের প্রতিষ্ঠিত, অবস্থাশালী, অভিজ্ঞ এবং মান্য ব্যক্তিই বাইশীর বিচারক হিসাবে পরিগণিত হতেন। যোগ্যতা থাকলে এ অধিকার বংশ পরম্পরায় স্থায়ী থাকত। বাইশীর বিচারকদের একটা স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদা ছিল। সমাজের সকলেই তাঁদের সমীহ করে চলতেন। তাঁরা ছিলেন বেশ দাম্ভিক প্রকৃতির। বাইশীর বিচারের অনুষ্ঠানে খুব জাঁকজমকের ব্যবস্থা থাকত। সামিয়ানা খাটিয়ে বিরাট প্যাণ্ডেলের ব্যবস্থা করা হ'ত। দর্শক হিসাবে বিভিন্ন গ্রামের প্রচুর মানুষের সমাগম লক্ষ্য করার মত। একাদিক্রমে ৩।৪ দিন ধ'রে এই বিচারের অনুষ্ঠান চলত। প্রয়োজন মত দোকান পাটও

বসত । বাইশীর বিচার চলাকালে সেখানে দূরাগত ব্যক্তিদের জন্য থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করা হ'ত । সমাজপতিরা অপরাধী ব্যক্তিদের কায়িক শাস্তি বা আর্থিক দণ্ডের ব্যবস্থা করতেন । অনেক সময় বাইশীর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব না হ'লে "ছত্রিশী" বা "চৌরাশী" বিচারের অনুষ্ঠান হ'ত । চৌরাশীতে ভিন্ন ভিন্ন জেলার গ্রাম থেকে সমাজপতিরা এসে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন । 'চৌরাশী বিচারের রায়ই হয় চূড়ান্ত রায় । অপরাধী শেষ পর্যন্ত অপরাধ স্বীকার না করলে বা বিচার না মানলে তাকে যে কোন উপায়ে এই শেষ বিচার মানতে রাজী করানো হয় এবং প্রয়োজন বিশেষে সে কোন ধরনের শাস্তি প্রদানে অপরাধীকে বাধ্য করা হয় । গ্রামের যে সব - লোক এই ধরনর অপরাধীর পক্ষ অবলম্বন করে অপরাধী সহ তাদেরকে এই বিচারে সমাজচ্যুত ও করা হয় ।"[১৫] সমাজপতিরা বাইশী, ছত্রিশী বা চৌরাশীতে যাওয়ার সময় ধুতি, জামা, জুতা, কাঁধে দামি চাদর ও হাতে সৌখিন লাঠি ব্যবহার করতেন । অবশ্য বিচারক হিসাবে কোন নারীর স্থান ছিল না । - উদাহরণ হিসাবে কতিপয় এই সব বিচারক সমাজপতিদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হ'ল । —

১) কুঞ্জলাল সরকার, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ ।
২) কুঞ্জলাল মণ্ডল, আকন্দবাড়িয়া, কালিয়াচক , মালদহ ।
৩) গোপাল চন্দ্র মণ্ডল, ধনপত নগর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ ।
৪) গৌরদাস মণ্ডল , মীরগঞ্জ , রাজশাহী ।
৫) দুর্গারাম সরকার , ডোমাইচক , কালিয়াচক, মালদহ ।
৬) প্যারীলাল মণ্ডল, শ্রীনিবাসপুর , ঐ , ঐ ।
৭) বন্যেশ্বর সরকার, ওড়াহার, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ ।
৮) ভুবন মণ্ডল, রামনগর, কালিয়াচক , মালদহ ।
৯) যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, আকন্দ বাড়িয়া , ঐ , ঐ ।
১০) রণজিৎ সরকার, বীরনগর, ঐ, ঐ ।
১১) সূর্যনারায়ণ সরকার, , গিরিধারীপুর , মুর্শিদাবাদ ।

জোতদারদের পোশাক পরিচ্ছদে তেমন আভিজাত্য না থাকলেও যানবাহনের দিকে এঁরা ছিলেন খুব কৃপণ । অবস্থাপন্ন ব্যক্তি , বিশেষত: এঁদের গৃহ বধূরা গরুর গাড়ীতে যাতায়াত করতেন । উন্নত মানের শ্রেষ্ঠ বলদকে উক্ত গাড়ীর বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত । এই বলদকে জমি চাষের কাজে ব্যবহার না ক'রে কেবল গরুর গাড়ীতেই ব্যবহার

করা হ'ত । চাঁই ভাষায় এই সব বলদকে বলা হয় "ব্যাঘোদা ব্যাল" । বাঘের মত বিক্রমশালী বলদ বলেই এই নামের অবতারণা । এসব বলদের গায়ে শোভা পেত রঙিন কাপড়ের ঝালোর, গলায় ঘুঙুর, এবং কোড়ী দিয়ে তৈরী বিশেষ ধরণের মালা । বলদের শিং দুটি পিতল দিয়ে বাঁধিয়ে তার শোভা বর্ধনের চেষ্টা করা হ'ত । এ ছাড়া গাড়ীতে নানা কারুকার্য খচিত বিশেষ প্রকারের "টোপর" (ছৈ) ব্যবহার করা হ'ত । এসব টোপর এরা বাঁশ দিয়ে তৈরী করত । এই দিক দিয়ে এদের সৌখিনতা, রুচিবোধ এবং শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় মেলে ।

জমিদার, জোতদার শ্রেণীর ব্যক্তিরা যানবাহন হিসাবে আবার পাল্কী বা খড়খড়ী ব্যবহার করতেন । তাঁরা এর জন্য বেতন ভোগী নির্দিষ্ট বাহক রাখতেন । অনেকে আবার ভাড়া পাল্কীও ব্যবহার করতেন । এদের পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু তৎকালীন একানুবর্তী পরিবারের আভিজাত্যের সুঠাম বুনিয়াদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । চাঁই জাতি আর্যদের জাতি হলেও এরা ম্লেচ্ছ বা অস্পৃশ্য কোন কালেই ছিল না । আর্যদের সাথে এদের অবাধ মেলা মেশা ছিল । জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এরা সামাজিক মর্যাদা চিরকালই পেয়ে আসছে ।

---

৬) চাঁই জাতির মুখ্য উপজীবিকা :—

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ । কৃষি কেন্দ্রিক সমাজের অধিবাসী এই চাঁই জাতি। অবাধ প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হয়ে নিরুদ্বেগ জীবন ও জীবিকার তাগিদে রৌদ্র, ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রকৃতির কৃপণ হাত থেকে ফসলের ডালি এনে এরা তুলে দেয় ভারতবাসীর হাতে । অনাদি কাল থেকে এই কৃষিকার্যকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে এই চাঁই সম্প্রদায় । এদের মুখ্য উপজীবিকা সম্বন্ধে Census Report থেকে

জানা যায় ." The chief Hindu castes are those characteristic of Central and West Bengal, with the exception of the chains. The latter have a limited geographical distribution, the only other places where they are numerous being Malda, and Bihar. They are an economically backward caste, whose occupations are mainly cultivation and labour." [১৯]

এরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই অনগ্রসর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষের সঙ্গে নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে অহোরাত্র অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কৃষিকার্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও কায়িক পরিশ্রম করে। যথা সময়ে ভূমি কর্ষন, বীজ বপন, পরিচর্যা ও ফসল তোলা কৃষকের কাজ হলেও নারী অবশ্য সব কাজে অংশ গ্রহণ করে না। কেবল পরিচর্যা ও ফসল তোলাতেই এরা পুরুষদের সাহায্য করে। নারীরা গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে উৎপাদিত তরিতরকারী, ফল মূল বিক্রয় করতেও যায়। প্রয়োজন বোধে এরা দিন মজুরের কাজও করে। ভূমি হীন পরিবারের নারী পুরুষ উভয়েই দিনমজুর হিসাবে ধান রোপণ, পরিচর্যা, ফসল তোলা ইত্যাদি অল্প পরিশ্রমের কার্যে অংশ গ্রহণ করে। তবে দাসীবৃত্তি এবং ভিক্ষাবৃত্তি এই সমাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ। জীবনের চরম সঙ্কট কালেও এদের এরূপ গর্হিত কাজ করতে দেখা যায় না। চাঁই - সম্প্রদায়ের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই সম্প্রদায়ের মানুষ মূলতঃ কৃষিজীবী হলেও প্রাচীন কালে মাছধরাও এদের জীবিকা ছিল। গবেষণা সমভূমি বা নদনদীর তীরবর্তী প্রাচীন অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ার কারণে স্বাভাবিক ভাবেই মৎস্য শিকারে এরা আগ্রহী ও অভ্যস্ত ছিল। এই দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের "বিন্দ" সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মাননীয় W. W. Hunter সাহেব ও এই মতকে পূর্ণরূপ ভাবে সমর্থন করেছেন। মালদহ জেলার Statistical Account -এ জাতির তথ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "..... Mr. Magrath, C.S., in treating of the castes of that Province (Bengal), states that the Chains are chiefly boatmen and fishermen, like the Binds, and that, in his opinion, they do not deserve the bad name which attaches to them." [২০]

কালের প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গে এখন মৎস্য শিকার জাতিগতভাবে কিন্দ, তিয়োর, জেলে প্রভৃতি জাতির জীবিকা হিসাবে পরিগণিত হলেও চাঁই সমাজ মৎস্য শিকারকে এখনও পরিত্যাগ করেনি। তবে প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য বিক্রয়কে এরা খুব গর্হিত কাজ বলে মনে করে ; এবং ঐ কারণে প্রাচীন কালে অনেককে সমাজচ্যুত ও হতে হয়েছে। এই সম্প্রদায় সমবৃত্তি সম্পন্ন জাতিদের থেকে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পেই কোন এক সময়ে এই জাতীয় সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলেছে বলেই মনে হয়। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের মানুষের মৎস্য শিকার জীবিকা না থাকলেও এরা মৎস্য শিকারকে পরিত্যাগ করেনি, বরং এই বিষয়ে এরা বেশ পারদর্শী বলতে হবে। এদের অনেকের গৃহেই ছিপ, জাল, টাপা, বিত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মাছ ধরার সরঞ্জাম দেখা যায়। মাছ কিনে খাওয়ার চাইতে শিকার করা মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতেই এরা আগ্রহী বেশী। অবশ্য আর্থিক অসচ্ছলতাও এর আর একটা কারণ। মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশের ন্যায় মালদহ জেলার কালিয়াচক, মানিকচক ইত্যাদি থানার চাঁই সম্প্রদায় এখনও পৌষ সংক্রান্তিতে নদী, নালা, খাল, বিলে সম্মিলিত ভাবে "মাছ ধরা উৎসব" পালন করে। বন্যার সময় এদের ঘরে ঘরে মাছ ধরার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে যায়।

সাম্প্রতিক কালে জীবন ধারনের মৌল প্রয়োজনে এবং শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে এদের অন্যান্য বৃত্তিতেও কর্মরত দেখা যায়। এই সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্রমানুয়ে ব্যবসা-বানিজ্য, ডাক্তারী, শিক্ষকতা, ওকালতী, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি কর্মকেও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবুও এরা স্বকীয় মুখ্য উপজীবিকা কৃষি থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়নি। এরা হয় ভাগচাষে, অথবা শ্রমিক দিয়ে কৃষিকার্য পরিচালনা করে। আর এই ভূমির মোহেই এরা খুব ঘরকুনো। বিদেশী চাকুরীতে চাঁইয়েদের স্পৃহা খুব কম। এককালে মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলাতে এরা কৃষিকাজের সাথে নাল চাষ করত। এখন সে স্থান দখল করেছে রেশমের চাষ। এই সমাজের কৃষকদের কাছে রেশম বেশ অর্থকরী ফসল।

—

91822
16 JAN 1986

NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

চ) নাগর, বিন্দ, ধানুক, রাজবংশী প্রভৃথ আর্যেতর জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার :—

পশ্চিমবঙ্গের "নাগর ও ধানুক সম্প্রদায়ও চাঁই সম্প্রদায়ের মতোই । কোথাও কোথাও ভাষা ও ব্যবহারে নাগর, ধানুক ও চাঁইদের মধ্যে সামান্য অমিল দেখা যায় মাত্র । এরা নিজেদেরকে অন্যান্যদের চেয়ে বড় প্রতিপন্ন করার জন্য বলে , —

' নাগর ধানুক চাঁই ,

এদের বড়া জাত নাই ।'

এই ভাষাটি নাগরদের । ১৩২২ সালে মালদহ থেকে প্রকাশিত গম্ভীরা পত্রিকায় নাগরদের কথা বলতে গিয়ে তাদের রচিত এই প্রবাদটি তুলে দেওয়া হয়েছে ।"[২১]

সাধারণত নদীচর বা "দিয়ারার একটি বাঁকানো ভূমি রেখা বরাবর বাস করে নাগর, ধানুক, বীন (বিন্দ) ও চাঁইরা । এদের বুলিও খেট্টা এবং শুদ্ধ তাতে মাগহী ও আওধির ছাপ রয়েছে । এদের প্রত্যেকটি প্রজাতির কথা — ভাষায়, ক্রিয়ার ব্যবহারে এবং শব্দের উচ্চারণে বিশেষ ঝোঁক, টান ও কথনরীতি একেকে অন্য থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করেছে ।

এদের বেশীর ভাগ মানুষ কৃষিজীবী । সামান্য এক অংশ হাট ব্যবসায়ী । এরা খুবই দরিদ্র । .... এদের বয়স্ক মেয়ে — বৌরা বা বিধবারা এবং জোয়ান বা বুড়োরা হাটে হাটে ডাল, ছাতু, আনাজ ও নানা রকমের ফসল বিক্রী করে । .... এদের ঘিরেই একদিন প্রবাদ তৈরী হয়েছিল :

'নাগর ধানুক চাঁই

এছাড়া মালদায় নাই ।' "[২২]

নাগর, ধানুক, চাঁই, বিন্দ এবং তিয়োরের আচার ব্যবহার, বিবাহের বিধি বিধান, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, বাস্তুপুজা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । এদের প্রত্যেকের আদি বাসভূমি বিহার । Malda District Gazetters থেকে জানা যায় বিন্দেরা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে । " The Binds are another caste who are found in the West of the district. .... They are a non-Aryan caste, originating from Bihar."[২৬]

কেবল কিন্দ জাতিই নয়, " মালদহের নাগর, ধান্‌ক , চাঁই জাতিও বহুদিন পূর্বে ছোটনাগপুর হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিতেছে ।"[২৪] প্রসঙ্গতঃ বলা চলে "প্রাচীন কাল থেকে — সম্ভবত বাংলার রাজধানী যখন গৌড়ে স্থানান্তরিত হয় তখন থেকেই মালদহে বিভিন্ন বহিরাগত উপজাতির আগমন ঘটে । যেমন, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর থেকে নাগর, ধান্‌ক, চাঁই , রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায় এসে বসবাস শুরু করে । .... আর এরা জীবিকা হিসাবে বেছে নেয় — কৃষিকার্য, নৌকা চালনা, রেশম কীটের ব্যবসা বা পশুর চাষ প্রভৃতি ।"[২৫] তবে এদের প্রত্যেকের মুখ্য উপজীবিকা কৃষিকাজ ; এবং এতে নারী পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে । অবশ্য রাজবংশী, কিন্দ এবং তিয়োরেরা মৎস্য শিকার ও মৎস্য বিক্রয়ের মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করে । কিন্তু চাঁই ও নাগরের মধ্যে এই ব্যবসা নাই । এই সকল সম্প্রদায়ের নারীরা বিহারী ঢংএ কাপড় পরে । অলংকারের আকার ও প্রকার গত বৈশিষ্ট্য ও বিহারীদের মত। এরা সকলেই ছায়া মণ্ডপকে বলে "মাড়ুয়া", বাস্তুদেবতাকে বলে "দেবাশী", বেয়াইকে বলে "সমধী" এবং জনকে বলে "পোত্‌নী" । এরা সকলেই দ্বিভাষী ; অর্থাৎ এরা নিজেদের জাতিগত ভাষা এবং বাংলা ভাষা উভয় প্রকার ভাষাই ব্যবহার করে । এদের জাতিগত ব্যবহার্য ভাষাকে এক কথায় বলা হয় "খোট্টা ভাষা"। তবু এদের এই ভাষাতে উচ্চারণ গত কিছু পার্থক্য আছে । উদাহরণ দিয়ে এদের ভাষার পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে , —

১) বাংলা ভাষা — আমি নদীতে স্নান করিনি ।
নাগর ভাষা — হাম্মি নদ্দীম ন্যাই নাহালছে ।
চাঁই ভাষা — হ্যাম্যা ন্যাদ্দীয্যা ন্যাই ন্যাহ্যায় ~~নি~~ লিহ্যা ।
কিন্দ ভাষা — হ্যায় ন্যাদিমে সিয়ান ন্যায় ক্যারা হ্যায় ।
তিয়োর ভাষা — হ্যাম্যা ন্যাদ্দীয্যা ন্যায় নাহ্যালি ।
ধান্‌ক ভাষা — হাম্যা ন্যাদ্দীয্যা ন্যাই ন্যাহাল হাঁ ।

২) বাংলা ভাষা — চিরুনীটা খুঁজে পাচ্ছি না ।
নাগর ভাষা — ক্যাকোয়াটা খুঁড়ি ন্যায় পান্‌ছে ।
চাঁই ভাষা — ক্যাকাহাটা খুঁড়িকে ন্যায় পাবিহি ।
কিন্দ ভাষা — কাঁকাহি খোজকে ন্যায় পাব্যাহি ।
তিয়োর ভাষা — চিরাউনী ঢুঁড়িকে ন্যায় পালিহি ।
ধান্‌ক ভাষা — কাঁঘ্যায়টা খোঁজিকে ন্যায় পালহি ।

৩) বাংলা ভাষা – জোরে বল আমি শুনতে পাই না ।

নাগর ভাষা – জোরসে বোল্ হ্যাম্মি শুন্যাল ন্যায় পালছে ।

চাঁই ভাষা – জোরসে ক্যা হ্যাম্যা শুন্যা ন্যায় পাবিহি ।

বিন্দ ভাষা – জোরসে বোল্ হ্যায় শুনে ন্যায় পাবেহে ।

তিয়োর ভাষা – জোরসে ক্যাহিন্ হ্যার্ম্ম শুনে ন্যায় পালিহি ।

ধানুক ভাষা – জোরসে বোল হ্যাম্মা শুন্যালা ন্যায় পালি হাঁ ।

রাজবংশী ভাষা – জু চাঁরে বুলেক মুই শুনতে পাঁও না ।

এই সকল সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহারে সামান্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও এদের আদি উপাধি "মন্ডল" এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই বৈসাদৃশ্যের মূলে রয়েছে আঞ্চলিকতা ও ভৌগোলিক বৈষম্য । তাই মনে হয় সুদূর অতীতে নাগর মন্ডল, ধানুক মন্ডল, বিন্দ মন্ডল , তিয়োর মন্ডল এবং চাঁই মন্ডল একই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ভুক্ত ছিল । তারপর কোন কালে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

— ০ —

পাদটীকা

১। নীহার রঞ্জন রায়। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব। সংক্ষেপিত সংস্করণ। জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত। অগ্রহায়ণ – ১৩৮২। পৃষ্ঠা –১১।

২। বিষ্ণুপদ মণ্ডল। মুর্শিদাবাদ জেলা চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সভাপতির প্রতিবেদন। প্রথম বার্ষিক সম্মেলন। ১৫ই চৈত্র ১৩৮৭। পৃষ্ঠা ৫।

৩। শ্রী আমির চাঁদ মণ্ডল। সনাতন ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম মানব ধর্ম। পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র – স্মারক গ্রন্থ। ৩য় সংখ্যা। ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২। পৃষ্ঠা- ৪৪।

৪। শ্রী সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা। শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত। এপ্রিল ১৯৭৪। পৃষ্ঠ ৬৮ - ৬৯।

৫। নীহার রঞ্জন রায়। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব। সংক্ষেপিত সংস্করণ। জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত। অগ্রহায়ণ ১৩৮২। পৃষ্ঠা ১২৫ - ১২৬।

৬। ঐ । পৃষ্ঠা ১২৭।

৭। শ্রী সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা। শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত। এপ্রিল - ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৬ - ৭।

৮। A.Mitra / Census 1951 / West Bengal / The Tribes and Castes of West Bengal / Land and Land Revenue Department / 1953 / Page - 77.

৯। ডঃ সুনীল কুমার ওঝা। মালদহের একটি জাতি – চাঁই। ত্রিবৃত্ত। শারদীয়া (উত্তর বঙ্গ) সংখ্যা। ১২ই আশ্বিন, ১৩৮৫। সম্পাদক - রনজিৎ দেব। কুচ - বিহার। পৃষ্ঠা ৪৩।

১০। B.Roy, of the West Bengal Civil Service / Deputy Superintendent of Census Operation, West Bengal. /Census 1961. / District Census Hand book / Murshida bad. / Page - 62.

১১। কবি কঙ্কন মুকুন্দ । চন্ডী মঙ্গল । শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত । বৈশাখ - ১৩৮২ । পদ সংখ্যা ১৩১ । পৃষ্ঠা ৮৩ ।

১২। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু । বিশ্ব কোষ, ষষ্ঠ ভাগ । ১৪ নং তেলিপাড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত । ১৩০১ সাল । পৃষ্ঠা ২০৫ - ২০৬ ।

১৩। শ্যাম সুন্দর দাস । হিন্দী শব্দ সাগর, তৃতীয় ভাগ । কাশী নাগরী প্রচারণী সভা । পরিবর্ধিত , সংশোধিত নবীন সংস্করণ । ১৯৬৭ । পৃষ্ঠা ১৪১১ ।

১৪। W.W. Hunter / A Statistical Account of Bengal. / D.K. Publishing House, Delhi-110035 / First Re-printed in India 1974 / Statistical Account of Maldah / List of Castes / Page = 45, Vol = VII.

১৫। Jatindra Chandra Sengupta of the Indian Administrative Service / West Bengal District Gazetteers, Malda / December, 1969 / Page = 60.

১৬। W.W. Hunter / A Statistical Account of Bengal / D. K. Publishing House, Delhi-110035 / First Re-printed in India 1974 / Statistical Account of Maldah / List of Castes / Page = 45, Vol = VII.

১৭। অধ্যাপক শক্তি নাথ ঝা । মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী অবস্থানের রূপান্তর । গণক-১ (বিশেষ সংখ্যা) ১৯৮২ । মুর্শিদাবাদ সংখ্যা । সম্পাদক - প্রাণ রঞ্জন চৌধুরী । পৃষ্ঠা ১২৭ ।

১৮। ডঃ সুনীল কুমার ওঝা । মালদহের একটি জাতি - চাঁই । ত্রিবৃত্ত । শারদীয়া (উত্তর বঙ্গ) সংখ্যা । ১২ই আশ্বিন, ১৩৮৫ । সম্পাদক, রণজিৎ দেব । কুচবিহার পৃষ্ঠা ৪৫ ।

১৯। B.Ray of the West Bengal Civil Service / Deputy Superintendent of Census Operation, West Bengal / Census 1961 / District Census Hand book / Murshida bad / Page = 62

২০। W.W. Hunter / A Statistical Account of Bengal / D.K. Publishing House, Delhi -110035 / First Re-printed in India 1974 / Statistical Account of Maldah / List of Castes / Page = 45 / Vol = VII.

২১। ডঃ সুনীল কুমার ওঝা । মালদহের একটি জাতি – চাঁই । ত্রিবৃত্ত। শারদীয়া (উত্তর বঙ্গ) সংখ্যা ।১২ই আশ্বিন, ১৩৮৫ । সম্পাদক রনজিৎ দেব । কুচবিহার পৃষ্ঠা ৪১ ।

২২। সুধীর কুমার চক্রবর্তী । গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারা স্নানে মালদহ । প্রকাশক – দেব কুমার বসু । প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৮২ । পৃষ্ঠা ২০ ।

২৩। Jatindra Chandra Sengupta of the Indian Administrative Service. / West Bengal District Gazetteers, Malda / December, 1969 / Page = 73

২৪। শ্রী কালীপদ লাহিড়ী । গৌড় ও পাণ্ডুয়া । দ্বিতীয় সংস্করণ । ডঃ পিনাকী রঞ্জন রায় । মালদহ । পৃষ্ঠা ৬৩ ।

২৫। চোখ নামা । চোখ নামার চোখে উত্তর বঙ্গ । এন.সি. পাল । পরিবেশক – চক্রবর্তী এন্ড কোং, ১২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২। পৃষ্ঠা ১৫ ।

—— o ——